আরও ৩০টি সংবাদ প্রতিবেদন

১৮. সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগ
সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগ
নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ১২ জানুয়ারি ২০২৬ ॥
দেশের সড়ক-মহাসড়কে প্রতিদিনই ঘটছে ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনা। এসব দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে যাচ্ছে অসংখ্য প্রাণ। আহত হয়ে অনেকে সারাজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করছেন। সড়ক দুর্ঘটনা এখন আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এটি পরিণত হয়েছে দেশের অন্যতম বড় সামাজিক ও জননিরাপত্তার সমস্যায়। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, অদক্ষ চালক, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, ট্রাফিক আইন অমান্য, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং ঝুঁকিপূর্ণভাবে ওভারটেকিংয়ের কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে।
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন মহাসড়কে সরেজমিনে দেখা গেছে, অনেক চালক নির্ধারিত গতিসীমা না মেনে দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন। অনেক সময় যাত্রী ওঠানো-নামানোর জন্য ব্যস্ত সড়কের মাঝখানেই বাস থামিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীবাহী বাসগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা করে আগে যাওয়ার প্রবণতাও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এ ছাড়া মহাসড়কের পাশে অবৈধ বাজার, দোকানপাট ও স্থাপনা গড়ে ওঠায় অনেক এলাকায় যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।
সড়ক দুর্ঘটনার সবচেয়ে বড় শিকার সাধারণ মানুষ। একটি দুর্ঘটনায় পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে পুরো পরিবার অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। আবার গুরুতর আহত ব্যক্তির দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে গিয়ে অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। দুর্ঘটনার কারণে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এর প্রভাব পড়ে দেশের অর্থনীতিতেও।
সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুর্ঘটনা কমাতে চালকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা যাচাই নিশ্চিত করতে হবে। ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধ, ট্রাফিক আইন প্রয়োগে কঠোরতা এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় কার্যকর নজরদারি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি পথচারীদের জন্য নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা ও জনসচেতনতা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া সড়ক দুর্ঘটনা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

১৯. নদী দখল ও দূষণে বিপন্ন জলজ পরিবেশ
নদী দখল ও দূষণে বিপন্ন জলজ পরিবেশ
মো. রাকিব হাসান ॥ জেলা প্রতিনিধি, বরিশাল ॥ ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ ॥
দখল ও দূষণের কারণে দেশের নদ-নদীগুলো ক্রমেই অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে। একসময় যে নদীগুলো ছিল মানুষের জীবন-জীবিকা ও যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, সেগুলোর অনেকগুলো এখন পরিণত হয়েছে সংকীর্ণ ও দূষিত জলাধারে। নদীর তীর দখল করে গড়ে উঠছে বসতবাড়ি, দোকানপাট, বাজার ও বিভিন্ন স্থাপনা। পাশাপাশি শিল্পকারখানার বর্জ্য, পয়োনিষ্কাশনের ময়লা, প্লাস্টিক ও গৃহস্থালি আবর্জনা নদীতে ফেলার কারণে দূষণ বাড়ছে।
বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন নদীবন্দর এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নদীর তীরের অনেক জায়গা অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। কোথাও মাটি ও বালু ফেলে নদীর অংশ ভরাট করা হয়েছে। আবার কোথাও নদীর পানিতে সরাসরি মিশছে নোংরা পানি ও বর্জ্য। এতে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর আবাসস্থলও ধ্বংস হচ্ছে।
নদী দখল ও দূষণের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জেলে ও নদীনির্ভর মানুষ। আগের তুলনায় অনেক নদীতে মাছের পরিমাণ কমে গেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জেলেরা। দূষিত পানির কারণে নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবনেও নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতার সমস্যাও প্রকট হচ্ছে।
পরিবেশবিদরা বলছেন, নদী রক্ষায় শুধু দখলদার উচ্ছেদ করলেই হবে না; দূষণের উৎসও বন্ধ করতে হবে। নদীর সীমানা নির্ধারণ, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, শিল্পবর্জ্য শোধন করে নদীতে ফেলা এবং নিয়মিত নজরদারি নিশ্চিত করা জরুরি। নদীকে জীবন্ত রাখতে এখনই কার্যকর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

২০. বায়ুদূষণে অতিষ্ঠ নগরবাসী
বায়ুদূষণে অতিষ্ঠ নগরবাসী
নগর প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ ॥
ধুলা, ধোঁয়া ও বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসে ঢাকার বাতাস দিন দিন দূষিত হয়ে উঠছে। নগরজীবনের ব্যস্ততার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ুদূষণের মাত্রা। নির্মাণকাজের ধুলা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানার নির্গমন এবং অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এ দূষণের প্রধান কারণ বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, রাস্তা ও ভবন নির্মাণের সময় ধুলা নিয়ন্ত্রণে অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। রাস্তার পাশে খোলা অবস্থায় বালু, ইট ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী রাখায় বাতাসে ধুলিকণা ছড়িয়ে পড়ছে। ব্যস্ত সড়কে পুরোনো ও অতিরিক্ত ধোঁয়া নির্গমনকারী যানবাহনের চলাচলও কমছে না। ফলে পথচারী, চালক ও আশপাশের বাসিন্দাদের প্রতিনিয়ত দূষিত বাতাসের মধ্যে চলাচল করতে হচ্ছে।

বায়ুদূষণের কারণে শিশু ও বয়স্কদের পাশাপাশি শ্বাসকষ্টে ভোগা ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। দীর্ঘদিন দূষিত বায়ু গ্রহণের ফলে শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা, অ্যালার্জি, চোখে জ্বালাপোড়া ও নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

পরিবেশবিদদের মতে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্মাণস্থলে নিয়মিত পানি ছিটানো, রাস্তা পরিষ্কার রাখা, যানবাহনের ধোঁয়া পরীক্ষা, দূষণকারী শিল্পকারখানার ওপর নজরদারি এবং সবুজায়ন বাড়ানো প্রয়োজন। শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, নগরবাসীকেও পরিবেশবান্ধব আচরণে অভ্যস্ত হতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে নগরজীবনে বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে।

২১. শব্দদূষণের কবলে নগরজীবন

শব্দদূষণের কবলে নগরজীবন

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চট্টগ্রাম ॥ ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥

অতিরিক্ত হর্ন, যানবাহনের শব্দ, নির্মাণকাজ, মাইক ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ শব্দে নগরজীবনে বাড়ছে শব্দদূষণ। বিশেষ করে ব্যস্ত সড়ক, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আবাসিক এলাকার আশপাশে শব্দদূষণের মাত্রা বেশি বলে জানিয়েছেন পরিবেশসচেতন নাগরিকরা। শব্দদূষণকে অনেকেই সাধারণ সমস্যা হিসেবে দেখলেও এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নগরের ব্যস্ত সড়কগুলোতে অপ্রয়োজনে হর্ন বাজানোর প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। যানজটে আটকে থাকা অবস্থাতেও অনেক চালক একটানা হর্ন বাজান। পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক কর্মসূচি ও বাণিজ্যিক প্রচারে উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহারের কারণে আশপাশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের আশপাশে শব্দদূষণের প্রভাব আরও গুরুতর। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রোগীদের বিশ্রামেও বিঘ্ন ঘটছে। দীর্ঘদিন অতিরিক্ত শব্দের মধ্যে বসবাস করলে শ্রবণশক্তি হ্রাস, মাথাব্যথা, অনিদ্রা ও মানসিক চাপের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন থাকলেও এর যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পরিবেশবিদরা বলছেন, অপ্রয়োজনীয় হর্ন বন্ধ, নির্দিষ্ট এলাকায় হর্নমুক্ত জোন তৈরি, উচ্চ শব্দে মাইক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি চালক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ব্যাপক প্রচার চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

২২. প্লাস্টিক বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

প্লাস্টিক বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ খুলনা ॥ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥

অব্যবস্থাপনার কারণে প্লাস্টিক বর্জ্য এখন দেশের পরিবেশের জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠেছে। বাজার, রাস্তা, খাল, নদী ও জলাশয়ে যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে পলিথিন, প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের প্যাকেট ও বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক সামগ্রী। সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের কারণে প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়লেও এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত উদ্যোগ না থাকায় পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব।

খুলনা নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, নালা ও ড্রেনের মুখে জমে আছে প্লাস্টিকের বর্জ্য। সামান্য বৃষ্টিতেই এসব বর্জ্য পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে জলাবদ্ধতা তৈরি করছে। অনেক মানুষ ব্যবহৃত প্লাস্টিক রাস্তার পাশে বা জলাশয়ে ফেলে দিচ্ছেন। ফলে একদিকে পরিবেশ নোংরা হচ্ছে, অন্যদিকে পানি ও মাটির গুণাগুণও নষ্ট হচ্ছে।

প্লাস্টিক বর্জ্য নদী ও জলাশয়ে গিয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্যও বিপদ তৈরি করছে। বিভিন্ন প্রাণী ভুল করে প্লাস্টিক খেয়ে ফেলায় তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘদিন মাটিতে পড়ে থাকা প্লাস্টিক সহজে পচে না যাওয়ায় পরিবেশে এর ক্ষতিকর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

পরিবেশবিদরা বলছেন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর পাশাপাশি বর্জ্য পৃথকীকরণ ও পুনর্ব্যবহার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বাজার ও বিপণিবিতানে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে। পাশাপাশি যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক ফেলার প্রবণতা বন্ধে নাগরিক সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগেই প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

২৩. ডেঙ্গুর প্রকোপ ও জনসচেতনতা
ডেঙ্গুর প্রকোপ ও জনসচেতনতা
স্বাস্থ্য প্রতিবেদক ॥ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥
শহর ও বিভিন্ন এলাকায় মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোতে জ্বর নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানো না গেলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। এডিস মশা সাধারণত জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে বংশবিস্তার করে। বাড়ির ছাদ, ফুলের টব, পরিত্যক্ত পাত্র, নির্মাণাধীন ভবনের বিভিন্ন স্থানে জমে থাকা পানি এ মশার প্রজননের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। নিয়মিত এসব স্থান পরিষ্কার না করায় অনেক এলাকায় মশার বিস্তার ঘটছে।
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ডেঙ্গুর সাধারণ লক্ষণের মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, শরীরব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা ও দুর্বলতা। জ্বর হলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে রোগীর অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু মশকনিধন কার্যক্রম চালালেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বাড়ির আশপাশ পরিষ্কার রাখা, কোথাও পানি জমতে না দেওয়া, নিয়মিত মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণই ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

২৪. ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদে সাধারণ মানুষ
ডিজিটাল প্রতারণার ফাঁদে সাধারণ মানুষ
নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥
প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে ডিজিটাল প্রতারণার ঘটনাও বাড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন কেনাকাটা, মোবাইল আর্থিক সেবা ও বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছেন।
সম্প্রতি বিভিন্ন এলাকায় এমন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, প্রতারকেরা কখনো পুরস্কার পাওয়ার কথা বলে, কখনো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আবার কখনো পরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে মানুষের কাছ থেকে টাকা চাচ্ছে। কেউ কেউ ফোন করে ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড বা যাচাইকরণ কোড জানার চেষ্টা করছে। এসব তথ্য হাতে পাওয়ার পর প্রতারকেরা ভুক্তভোগীর অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ সরিয়ে নিচ্ছে।
অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রেও প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। আকর্ষণীয় পণ্যের ছবি দেখিয়ে অগ্রিম টাকা নেওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। আবার কোথাও নিম্নমানের বা ভিন্ন পণ্য পাঠানো হচ্ছে। ফলে অনলাইন লেনদেনের নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।
সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া কোনো লিংকে ক্লিক করা, গোপন পাসওয়ার্ড বা যাচাইকরণ কোড অন্যকে দেওয়া এবং যাচাই না করে অনলাইনে টাকা পাঠানো থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো প্রয়োজন। প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ানো এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত জনসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা এখন সময়ের দাবি।

২৫. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারে বাড়ছে অপরাধ
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারে বাড়ছে অপরাধ
তানভীর আহমেদ ॥ বিশেষ সংবাদদাতা ॥ ৩ মার্চ ২০২৬ ॥
যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ও জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। তবে এর অপব্যবহারের কারণে নানা ধরনের সামাজিক ও সাইবার অপরাধও বাড়ছে। ভুয়া তথ্য ছড়ানো, ব্যক্তিগত ছবি ও তথ্যের অপব্যবহার, প্রতারণা, সাইবার হয়রানি এবং মানহানিকর বক্তব্য প্রচারের মতো ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাচাই না করে কোনো তথ্য শেয়ার করার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। ফলে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য অল্প সময়ের মধ্যে বহু মানুষের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুজবকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

এ ছাড়া ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করে কাউকে হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় প্রতারণা বা হয়রানির শিকার হচ্ছে। ভুয়া পরিচয়ে বন্ধুত্ব তৈরি করে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের ঘটনাও ঘটছে।
সাইবার বিশেষজ্ঞরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে তার সত্যতা যাচাই, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরোধ গ্রহণে সতর্কতা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা জরুরি। অভিভাবক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করতে হবে। প্রযুক্তি যেন মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, সেদিকে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

২৬. ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি
ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি
শিক্ষা প্রতিবেদক ॥ রাজশাহী ॥ ১১ মার্চ ২০২৬ ॥
শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারে ইন্টারনেট এখন শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনলাইন ক্লাস, শিক্ষামূলক ভিডিও, ডিজিটাল বই ও বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে ইন্টারনেটের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, ঘুম, শারীরিক কার্যক্রম ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকেরা।
শিক্ষার্থীদের অনেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন গেম ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক প্ল্যাটফর্মে ব্যয় করছে। ফলে পড়ার সময় কমে যাচ্ছে এবং মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। রাত জেগে মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহারের কারণে অনেক শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত ঘুম থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।
শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে অনেক শিক্ষার্থীর বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। দীর্ঘ সময় মোবাইল ব্যবহারের ফলে শারীরিক কর্মকাণ্ডেও অনীহা তৈরি হচ্ছে। আবার অনলাইনে অতিরিক্ত সময় কাটানোর কারণে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও কমে যেতে পারে।
শিক্ষাবিদদের মতে, ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়; বরং এর সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, বিনোদন ও বিশ্রামের জন্য সময়ের ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। অভিভাবকদেরও সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর নজর রাখার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা করতে হবে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইন্টারনেটকে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতির কারণ না বানিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।
অবশ্যই। এবার **২৬-৩২ নম্বর** পর্যন্ত লিখছি। আগের প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতা রেখে **সংবাদপত্রের স্বাভাবিক ভাষা, বৈচিত্র্যময় প্রতিবেদকের পরিচয়, স্থান-তারিখ, তথ্যভিত্তিক বিবরণ এবং HSC-উপযোগী উপসংহার** বজায় রাখছি।
২৬. ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি
ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি
শিক্ষা প্রতিবেদক ॥ রাজশাহী ॥ ১১ মার্চ ২০২৬ ॥
শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তারে ইন্টারনেট এখন শিক্ষার্থীদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনলাইন ক্লাস, শিক্ষামূলক ভিডিও, ডিজিটাল বই ও বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানে ইন্টারনেটের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, ঘুম, শারীরিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকেরা।
শিক্ষার্থীদের অনেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি দীর্ঘ সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন গেম ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক প্ল্যাটফর্মে ব্যয় করছে। ফলে পড়ার সময় কমে যাচ্ছে এবং মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। রাত জেগে মোবাইল বা কম্পিউটার ব্যবহারের কারণে অনেক শিক্ষার্থী পর্যাপ্ত ঘুম থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। দীর্ঘ সময় একই ভঙ্গিতে বসে থাকার ফলে শারীরিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে।
শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে অনেক শিক্ষার্থীর বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। অনলাইনভিত্তিক বিনোদনের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাদের দৈনন্দিন রুটিনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আবার অনলাইনে অতিরিক্ত সময় কাটানোর কারণে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও কমে যেতে পারে।
শিক্ষাবিদদের মতে, ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া কোনো সমাধান নয়; বরং এর সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, বিনোদন ও বিশ্রামের জন্য সময়ের ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। অভিভাবকদেরও সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করতে হবে। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইন্টারনেটকে ক্ষতির কারণ না বানিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

২৭. কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যে উদ্বিগ্ন অভিভাবক
কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম্যে উদ্বিগ্ন অভিভাবক
নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ নারায়ণগঞ্জ ॥ ১৮ মার্চ ২০২৬ ॥
শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় কিশোরদের সংঘবদ্ধ হয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। স্থানীয়ভাবে এসব দলকে অনেক সময় 'কিশোর গ্যাং' নামে অভিহিত করা হয়। দলবদ্ধভাবে মারামারি, ভয় দেখানো, চাঁদাবাজি, মাদক গ্রহণ, ছিনতাই ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মতো অভিযোগ উঠছে এসব দলের বিরুদ্ধে। এতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অনেক কিশোর পড়াশোনার বাইরে দীর্ঘ সময় আড্ডা ও বিভিন্ন অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দল গড়ে তুলছে তারা। আবার এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একাধিক দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। শিক্ষকদের মতে, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা, সঠিক দিকনির্দেশনার অভাব, খারাপ সঙ্গ, মাদক ও অপরাধপ্রবণ পরিবেশ কিশোরদের বিপথে যাওয়ার অন্যতম কারণ। সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে এবং অবসর সময়ে কী করছে—এসব বিষয়ে অভিভাবকদের দায়িত্বশীল নজরদারি প্রয়োজন।
সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, শুধু আইন প্রয়োগ করে কিশোর গ্যাংয়ের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সৃজনশীল কাজে কিশোরদের যুক্ত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিং ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি পরিবার, শিক্ষক, স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। কিশোরদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার আগে তাদের সুস্থ ও ইতিবাচক জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি করাও জরুরি।

২৮. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং বন্ধে প্রয়োজন কঠোর পদক্ষেপ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং বন্ধে প্রয়োজন কঠোর পদক্ষেপ
বিশেষ প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ২৫ মার্চ ২০২৬ ॥
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ, ভয় দেখানো, অপমান করা কিংবা মানসিক ও শারীরিকভাবে হয়রানি করার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচিতি বা বন্ধুত্বের নামে সীমা লঙ্ঘন করে নতুন শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার দাবি উঠেছে।
নতুন শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর অনেক সময় সিনিয়র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কারও পোশাক, কথা বলার ধরন, ব্যক্তিগত তথ্য বা পারিবারিক পরিচয় নিয়ে ঠাট্টা করা, অপ্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া কিংবা দলবদ্ধভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা তাদের জন্য বিব্রতকর হয়ে ওঠে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব আচরণ শারীরিক নির্যাতনের পর্যায়েও পৌঁছে যায়।
শিক্ষাবিদরা মনে করেন, র‍্যাগিং শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নতুন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণের মাধ্যমে তাদের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করা উচিত।
র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কার্যকর অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা, নিয়মিত নজরদারি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। কোনো শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার হলে যাতে নির্ভয়ে অভিযোগ করতে পারে, সে পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে অপরাধ প্রমাণিত হলে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। শিক্ষাঙ্গন হবে নিরাপদ, মানবিক ও জ্ঞানচর্চার জায়গা—এটাই সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশা।

২৯. শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ কমছে
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ কমছে
সাহিত্য প্রতিবেদক ॥ ময়মনসিংহ ॥ ২ এপ্রিল ২০২৬ ॥
প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাত্রা ও বিনোদনের নানা মাধ্যমের বিস্তারের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে বলে মনে করছেন শিক্ষক, অভিভাবক ও সাহিত্যসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। একসময় অবসর সময়ে গল্প, উপন্যাস, জীবনী ও বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বই পড়ার যে অভ্যাস ছিল, তা এখন অনেক ক্ষেত্রেই মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহারে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে।
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাঠ্যবইয়ের বাইরে নিয়মিত বই পড়ার জন্য অনেকেরই পর্যাপ্ত সময় থাকে না। অবসর সময়ে অনলাইন ভিডিও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গেমের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি। ফলে পাঠ্যবইয়ের বাইরের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ কমে যাচ্ছে।

শিক্ষকদের মতে, বই পড়ার অভ্যাস শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান, চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য নয়, একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রেও বইয়ের ভূমিকা রয়েছে।

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পাঠচক্র, বইপাঠ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছেন। বিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগারগুলোকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সন্তানদের হাতে বয়স ও আগ্রহ উপযোগী বই তুলে দিতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বন্ধ না করে তার পাশাপাশি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩০. শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ ও পরীক্ষাভীতি

শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ ও পরীক্ষাভীতি

ক্যাম্পাস প্রতিবেদক ॥ কুমিল্লা ॥ ৯ এপ্রিল ২০২৬ ॥

পরীক্ষায় ভালো ফল করার চাপ, অতিরিক্ত পড়াশোনা, অভিভাবকের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে অনেক শিক্ষার্থী মানসিক চাপে ভুগছে। বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষা সামনে এলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি ও উদ্বেগ বেড়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভালো ফল করতে গিয়ে অনেকে দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করলেও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেয় না। পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল না হলে পরিবার ও সমাজের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনেকের মধ্যে ভয় কাজ করে। আবার অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিজের ফলাফল তুলনা করার প্রবণতাও মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়।

শিক্ষাবিদদের মতে, পরীক্ষার ফলাফল জীবনের সবকিছু নয়। একজন শিক্ষার্থীর সামগ্রিক দক্ষতা, সৃজনশীলতা, আচরণ ও মানবিক গুণাবলিও গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের ওপর অযথা ফলাফলের চাপ না দিয়ে তাদের পড়াশোনায় উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

মনোবিশেষজ্ঞরা নিয়মিত ঘুম, পরিমিত বিশ্রাম, শরীরচর্চা, সময় ভাগ করে পড়াশোনা এবং পরিবারের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। পরীক্ষার সময় অভিভাবকদের বকাঝকা বা অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে সন্তানের পাশে থাকা উচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং ও মানসিক সহায়তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। সুস্থ মন নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সামর্থ্য আরও ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারবে।

৩১. প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনা

প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ চট্টগ্রাম ॥ ১৬ এপ্রিল ২০২৬ ॥

তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসছে। অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল কনটেন্ট, মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, অনলাইন পরীক্ষা ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই নানা ধরনের শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। এতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন ধরনের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। শিক্ষকরা ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশন ও ইন্টার‍্যাকটিভ উপকরণের মাধ্যমে জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। শিক্ষার্থীরাও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অনলাইন উৎস থেকে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে।

শিক্ষাবিদরা মনে করেন, প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ বাড়াতে পারে। বিশেষ করে যেসব শিক্ষার্থী কোনো কারণে নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হতে পারে না, তাদের জন্য অনলাইন শিক্ষার সুযোগ গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রযুক্তির সুবিধা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছানো এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় ডিভাইস বা নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সুবিধা নেই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা সফল করতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি নিরাপদ ও সঠিক তথ্য ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা জরুরি। প্রযুক্তিকে শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং শিক্ষাদান ও শেখার সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

৩২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানির সংকট

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানির সংকট

উপজেলা প্রতিনিধি ॥ শিবগঞ্জ ॥ ২৩ এপ্রিল ২০২৬ ॥

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানির সংকটের কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কোথাও

পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা নেই, আবার কোথাও পানির উৎস থাকলেও তা নিয়মিত পরীক্ষা বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। গরমের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

শিবগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত সংখ্যক পানির উৎস রয়েছে। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর তুলনায় পানির ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। কোথাও নলকূপ নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, আবার কোথাও পানির উৎসের আশপাশ অপরিচ্ছন্ন। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক সময় বাইরে থেকে পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

শিক্ষক ও অভিভাবকেরা জানান, শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি। দূষিত পানি পান করলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে ছোট শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেশি থাকে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পানির মান পরীক্ষা, নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন এবং পানি সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কার রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নষ্ট নলকূপ ও পানির ব্যবস্থা দ্রুত মেরামত করার পাশাপাশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের সুস্থতা ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ কামনা করেছেন শিক্ষক-অভিভাবকেরা।

এবার **৩৩-৩৮ নম্বর** পর্যন্ত আরও ছয়টি সংবাদ প্রতিবেদন দিচ্ছি। আগের ধারার মতোই প্রতিবেদকের পরিচয়, স্থান, তারিখ ও উপস্থাপনায় বৈচিত্র্য রেখে **HSC-উপযোগী, স্বাভাবিক সংবাদপত্রের ভাষায়** লিখছি।

৩৩. নিরাপদ সড়ক পারাপারে ফুটওভারব্রিজের ব্যবহার বাড়ানোর দাবি

নিরাপদ সড়ক পারাপারে ফুটওভারব্রিজের ব্যবহার বাড়ানোর দাবি

নগর প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ৩০ এপ্রিল ২০২৬ ॥

রাজধানীর ব্যস্ত সড়কগুলোতে পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপারের জন্য ফুটওভারব্রিজ নির্মাণ করা হলেও অনেক জায়গায় সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথচারীদের ব্যস্ত সড়ক পার হতে দেখা যাচ্ছে। এতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পথচারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ফুটওভারব্রিজের সংখ্যা ও ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এর ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

রাজধানীর বিভিন্ন ব্যস্ত সড়ক ঘুরে দেখা গেছে, অনেক পথচারী ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার না করে সরাসরি রাস্তা পার হচ্ছেন। কেউ কেউ সময় বাঁচানোর জন্য যানবাহনের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছেন। আবার কোথাও ফুটওভারব্রিজ দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কিছু ফুটওভারব্রিজে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর সেখানে উঠতেও অনেকে ভয় পান।

পথচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ফুটওভারব্রিজ অনেক দূরে হলে তারা সহজ পথ হিসেবে রাস্তার ওপর দিয়েই পারাপার করেন। এ ছাড়া বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু ও শারীরিকভাবে অসুস্থ মানুষের জন্য অনেক ফুটওভারব্রিজের সিঁড়ি ব্যবহার করা কঠিন। ফলে শুধু ফুটওভারব্রিজ নির্মাণ করলেই হবে না, এগুলোকে পথচারীবান্ধব করাও জরুরি।

সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলেন, ব্যস্ত সড়কে পর্যাপ্ত জেব্রা ক্রসিং, পথচারী সংকেত ও নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ফুটওভারব্রিজ নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চালানো প্রয়োজন। পথচারী ও চালক—উভয়ের সচেতনতা বাড়ানো গেলে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

৩৪. খেলার মাঠের সংকটে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ক্রীড়া চর্চা

খেলার মাঠের সংকটে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ক্রীড়া চর্চা

ক্রীড়া প্রতিবেদক ॥ রাজশাহী ॥ ৭ মে ২০২৬ ॥

শহর ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শিশু-কিশোরদের নিয়মিত খেলাধুলার সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। একসময় পাড়া-মহল্লায় একাধিক মাঠ থাকলেও বর্তমানে অনেক মাঠ দখল, নির্মাণকাজ ও নানা স্থাপনা তৈরির কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে অবসর সময়ে শিশু-কিশোরদের বড় একটি অংশ মাঠের পরিবর্তে মোবাইল ফোন, অনলাইন গেম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সময় কাটাচ্ছে।

রাজশাহী নগরীর বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অনেক খেলার মাঠে স্থানীয়ভাবে দোকানপাট, পার্কিং কিংবা বিভিন্ন অস্থায়ী স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মাঠ বছরের অধিকাংশ সময় নানা অনুষ্ঠান বা মেলার কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলে শিশু-কিশোরদের নিয়মিত খেলাধুলার সুযোগ থাকে না।

শিক্ষক ও অভিভাবকেরা মনে করেন, খেলাধুলা শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাঠের অভাবে শিশুদের শারীরিক কর্মকাণ্ড কমে যাচ্ছে। এতে তারা অলস জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি নানা ধরনের প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছে।

ক্রীড়া সংগঠকেরা প্রতিটি এলাকায় খেলার মাঠ সংরক্ষণ এবং নতুন মাঠ তৈরির দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ যাতে অন্য কাজে স্থায়ীভাবে ব্যবহার না করা হয়, সে বিষয়েও নজরদারি প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলে শিশু-কিশোরদের খেলাধুলার সুযোগ বাড়বে এবং একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

৩৫. নগরজীবনে জলাবদ্ধতা: দুর্ভোগ বাড়ছে মানুষের
নগরজীবনে জলাবদ্ধতা: দুর্ভোগ বাড়ছে মানুষের
নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সিলেট ॥ ১৪ মে ২০২৬ ॥
অল্প বৃষ্টিতেই নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও আবাসিক এলাকায় পানি জমে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা, নালা-নর্দমা অপরিষ্কার থাকা, খাল ও জলাশয় ভরাট এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে জলাবদ্ধতা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা করছেন নগরবাসী।
সিলেট নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সামান্য বৃষ্টির পর অনেক সড়কে হাঁটুপানি জমে যায়। যানবাহন চলাচলে সৃষ্টি হয় প্রতিবন্ধকতা। অনেক জায়গায় দোকান ও বাসাবাড়ির সামনেও পানি জমে থাকে। দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকায় দুর্গন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি মশার উপদ্রবও বেড়ে যায়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রতিবছর বর্ষা এলেই জলাবদ্ধতার সমস্যা দেখা দিলেও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। অনেক নালা ও ড্রেনে প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য আবর্জনা জমে থাকায় পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে না। আবার কোথাও অবৈধভাবে খাল ও জলাশয় ভরাট করায় পানি ধারণের স্বাভাবিক ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে।
নগর পরিকল্পনাবিদদের মতে, জলাবদ্ধতা নিরসনে শুধু বৃষ্টির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা করলেই হবে না। নগরীর পানি নিষ্কাশনব্যবস্থা আধুনিকায়ন, খাল ও জলাশয় সংরক্ষণ, নালা-নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কার এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

৩৬. গ্রামে চিকিৎসাসেবার সংকটে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ
গ্রামে চিকিৎসাসেবার সংকটে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ
জেলা প্রতিনিধি ॥ কুড়িগ্রাম ॥ ২১ মে ২০২৬ ॥
গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসাসেবার সুযোগ থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসক, নার্স, ওষুধ ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের সংকট রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে অসুস্থ হলে অনেক মানুষকে দূরের উপজেলা বা জেলা শহরে যেতে হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থ—দুইয়েরই অপচয় হচ্ছে।
কুড়িগ্রামের কয়েকটি প্রত্যন্ত এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভবন থাকলেও নিয়মিত চিকিৎসাসেবা পাওয়া কঠিন। কোথাও চিকিৎসকের পদ থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে তা শূন্য রয়েছে। আবার কোথাও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় রোগীদের অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দরিদ্র পরিবারের মানুষের পক্ষে দূরের হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্কদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরও বেশি। জরুরি সময়ে দ্রুত চিকিৎসা না পাওয়ায় রোগীর অবস্থা গুরুতর হওয়ার ঘটনাও ঘটে।
স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোকে আরও কার্যকর করতে হবে। শূন্য পদে দ্রুত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ এবং আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি গ্রামে স্বাস্থ্যসচেতনতা কার্যক্রম বাড়ানোরও প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম ও শহরের চিকিৎসাসেবার বৈষম্য কমানো না গেলে দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩৭. কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়ায় উদ্বেগ
কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়ায় উদ্বেগ
কৃষি প্রতিবেদক ॥ যশোর ॥ ২৮ মে ২০২৬ ॥
বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ ও শ্রমিকের মজুরি বেড়ে যাওয়ায় কৃষকের উৎপাদন খরচ বাড়ছে। অন্যদিকে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় অনেক কৃষক লোকসানের মুখে পড়ছেন। এতে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ হারানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। কৃষকেরা উৎপাদন খরচ কমানো ও ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।
যশোরের বিভিন্ন উপজেলার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চাষাবাদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যয় বেড়েছে। জমি প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে বীজ, সার, সেচ ও শ্রমিকের খরচ আগের তুলনায় বেশি। উৎপাদনের পর বাজারে ফসল বিক্রি করতে গিয়ে অনেক কৃষক মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য পাচ্ছেন না।

কৃষকেরা জানান, ফসল উৎপাদনের সময় খরচ বেশি হলেও বাজারে দাম কমে গেলে তাঁদের লোকসান গুনতে হয়। অনেক সময় সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় দ্রুত পচনশীল ফসল কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন তাঁরা। এতে কৃষকের পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য পাওয়া যায় না।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, মানসম্মত বীজ ও সার সরবরাহ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বাজার ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে হবে। কৃষক বাঁচলে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হবে—তাই কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

৩৮. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বাজার তদারকি জোরদারের দাবি

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বাজার তদারকি জোরদারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ৪ জুন ২০২৬ ॥

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের মান ও নিরাপত্তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বাজারে ভেজাল, নিম্নমানের ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় অভিযান পরিচালনা করা হলেও নিয়মিত বাজার তদারকির অভাবে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করার সুযোগ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা।

রাজধানীর কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের পাশাপাশি খোলা খাবারের ক্ষেত্রেও মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে না। অনেক দোকানে খাদ্যপণ্য খোলা অবস্থায় রাখা হচ্ছে। কোথাও পণ্যের উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্ট নয়। আবার কিছু খাদ্যপণ্যে অস্বাস্থ্যকর উপাদান ব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে।

ভোক্তারা বলছেন, নিরাপদ খাদ্য পাওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। কিন্তু পণ্যের মান সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না থাকায় অনেক সময় বাধ্য হয়েই সন্দেহজনক পণ্য কিনতে হচ্ছে। খাদ্যে ভেজালের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে উৎপাদন থেকে বিক্রি পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে নজরদারি বাড়াতে হবে। নিয়মিত বাজার পরিদর্শন, খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষা এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। পাশাপাশি ভোক্তাদেরও সচেতন হতে হবে এবং পণ্য কেনার সময় উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ পরীক্ষা করতে হবে। বাজারে নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়মিত ও কার্যকর তদারকি এখন সময়ের দাবি।

অবশ্যই। এবার **৩৯-৪৩ নম্বর** পর্যন্ত আরও পাঁচটি প্রতিবেদন দিচ্ছি। আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিবেদকের পরিচয়, স্থান ও তারিখে বৈচিত্র্য থাকবে এবং ভাষা হবে **স্বাভাবিক সংবাদপত্রের মতো, বিস্তারিত ও HSC-উপযোগী**।

৩৯. গণপরিবহনে যাত্রী হয়রানি বন্ধের দাবি

গণপরিবহনে যাত্রী হয়রানি বন্ধের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ঢাকা ॥ ১১ জুন ২০২৬ ॥

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গণপরিবহনে যাত্রী হয়রানির অভিযোগ দিন দিন বাড়ছে। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, নির্ধারিত স্থানের বাইরে যাত্রী ওঠানো-নামানো, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এতে প্রতিদিন ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ যাত্রীরা। বিশেষ করে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের বিড়ম্বনা বেশি।

রাজধানীর কয়েকটি ব্যস্ত সড়কে দেখা গেছে, বাসগুলো নির্দিষ্ট স্টপেজে না থেমে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা করছে। অনেক সময় একই রুটের একাধিক বাসের মধ্যে আগে যাত্রী নেওয়ার প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এতে সড়কে যান চলাচল যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়ছে। আবার কোনো কোনো পরিবহনে নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া আদায়ের অভিযোগও রয়েছে।

যাত্রীদের অভিযোগ, অতিরিক্ত ভাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানালে অনেক সময় চালক বা সহকারীরা দুর্ব্যবহার করেন। গন্তব্যের কাছাকাছি নামিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ইচ্ছামতো স্থানে যাত্রী নামিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। এসব কারণে কর্মজীবী মানুষ ও শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনই নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

পরিবহন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাত্রীবান্ধব গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে পরিবহন মালিক, শ্রমিক ও প্রশাসনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। নির্ধারিত ভাড়া ও স্টপেজ নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকি বাড়াতে হবে। যাত্রীদের অভিযোগ জানানোর সহজ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। নিরাপদ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গণপরিবহন নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

৪০. অনলাইন শিক্ষায় বাড়ছে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ

অনলাইন শিক্ষায় বাড়ছে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ
শিক্ষা প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ১৮ জুন ২০২৬ ॥
প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে দেশে অনলাইনভিত্তিক শিক্ষার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও, অনলাইন ক্লাস, ডিজিটাল বই ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন শিক্ষার সুযোগ নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পাঠ্যবইয়ের কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে তারা অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কনটেন্ট দেখে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছে। অনেক শিক্ষকও শ্রেণিকক্ষের পাঠের পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অতিরিক্ত পাঠ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন।
অনলাইন শিক্ষার অন্যতম সুবিধা হলো শিক্ষার্থীরা নিজের সুবিধামতো সময়ে পাঠ পুনরায় দেখতে পারে। কোনো বিষয় একবার বুঝতে না পারলে সেটি আবার দেখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বশিক্ষার অভ্যাস তৈরি হচ্ছে। তবে ইন্টারনেটের ধীরগতি, প্রয়োজনীয় ডিভাইসের অভাব ও প্রত্যন্ত এলাকায় সংযোগের সীমাবদ্ধতা এখনো বড় বাধা হয়ে রয়েছে।
শিক্ষাবিদরা মনে করেন, অনলাইন শিক্ষা প্রচলিত শ্রেণিকক্ষ শিক্ষার বিকল্প নয়; বরং এর সহায়ক মাধ্যম। শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি অনলাইন কনটেন্টের মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও কার্যকর করে তুলতে পারে।

৪১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনায় বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি
বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনায় বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি
বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চট্টগ্রাম ॥ ২৫ জুন ২০২৬ ॥
সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের বিভিন্ন নগর ও জনবসতিতে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। রাস্তার পাশে, খাল-নালা ও খোলা জায়গায় যত্রতত্র বর্জ্য ফেলার কারণে দুর্গন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ছে। বর্ষাকালে এসব বর্জ্য নালা ও ড্রেনে জমে পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে জলাবদ্ধতার সমস্যাও বাড়িয়ে দিচ্ছে।
চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেছে, নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা থাকলেও অনেক মানুষ তা ব্যবহার না করে রাস্তার পাশে ময়লা ফেলছেন। কোথাও নির্ধারিত সময়ের পরও বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা যায়। বাজার এলাকার পচা সবজি, মাছ-মাংসের বর্জ্য ও প্লাস্টিক একসঙ্গে জমে পরিবেশকে দুর্গন্ধময় করে তুলছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্জ্য থেকে সৃষ্ট জীবাণু ও দূষিত পরিবেশের কারণে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য মাটি ও পানির স্বাভাবিক গুণাগুণ নষ্ট করে। বর্জ্য পুড়িয়ে ফেললেও ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়।
পরিবেশবিদরা বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার ও নিয়মিত অপসারণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি নগরবাসীকে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার বিষয়ে সচেতন করতে হবে। আধুনিক ও সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলেই পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব।

৪২. বন্যার আগাম প্রস্তুতি জোরদারের দাবি
বন্যার আগাম প্রস্তুতি জোরদারের দাবি
জেলা প্রতিনিধি ॥ জামালপুর ॥ ২ জুলাই ২০২৬ ॥
বর্ষা মৌসুম ঘনিয়ে আসায় দেশের নদীতীরবর্তী ও নিম্নাঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সম্ভাব্য বন্যা মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিবছর বন্যার সময় অনেক মানুষ ঘরবাড়ি, ফসল ও গবাদিপশু হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই দুর্যোগের আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
জামালপুরের বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্ষা মৌসুমে নদীর পানি বাড়লে অনেক গ্রাম প্লাবিত হয়ে যায়। তখন যোগাযোগব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্যত্র যেতে হয়। অনেক পরিবার গবাদিপশু ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে বিপাকে পড়ে। কৃষকের জমির ফসল পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বড় ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।
স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ মজুত করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও নিরাপদ স্থানে যাওয়ার প্রস্তুতি রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দুর্যোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমাতে আগাম সতর্কবার্তা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বাঁধ ও নদীর তীরের ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলো নিয়মিত পরিদর্শন, আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা এবং জরুরি উদ্ধারকারী দল সক্রিয় রাখা প্রয়োজন। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে সংকটের সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

৪৩. পর্যটনকেন্দ্রে অপরিচ্ছন্নতায় নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
পর্যটনকেন্দ্রে অপরিচ্ছন্নতায় নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য
ভ্রমণ প্রতিবেদক ॥ কক্সবাজার ॥ ৯ জুলাই ২০২৬ ॥
দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র কক্সবাজারে পর্যটকের সংখ্যা বাড়লেও অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অসচেতনতার কারণে পরিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে। সমুদ্রসৈকত ও আশপাশের এলাকায় প্লাস্টিকের বোতল, পলিথিন, খাবারের প্যাকেটসহ নানা ধরনের বর্জ্য পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এতে পর্যটন এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশও দূষিত হচ্ছে।
সম্প্রতি সৈকতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, পর্যটকদের ফেলে যাওয়া প্লাস্টিক ও খাবারের প্যাকেট অনেক জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও পর্যাপ্ত ময়লার ঝুড়ি থাকলেও সেগুলো ব্যবহার না করে অনেকে বর্জ্য সৈকতেই ফেলে যাচ্ছেন। জোয়ারের পানিতে এসব বর্জ্যের কিছু অংশ সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, পর্যটন মৌসুমে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্যের পরিমাণও বেড়ে যায়। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও পর্যটকদের অসচেতনতার কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিবেশকর্মীরা মনে করছেন, এভাবে চলতে থাকলে সমুদ্রসৈকতের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
পরিবেশবিদরা পর্যটনকেন্দ্রে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, পর্যাপ্ত বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি পর্যটকদেরও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। পর্যটনকেন্দ্রের সৌন্দর্য রক্ষা শুধু কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়; সেখানে বেড়াতে যাওয়া প্রত্যেক মানুষেরও পরিবেশ রক্ষায় ভূমিকা রয়েছে।
অবশ্যই। এবার ধারাবাহিকভাবে **৪৪-৪৮ নম্বর** পর্যন্ত বাকি পাঁচটি সংবাদ প্রতিবেদন লিখছি। আগের মতোই **সংবাদপত্রের ঢং, বৈচিত্র্যময় প্রতিবেদকের পরিচয়, স্থান-তারিখ, স্বাভাবিক ভাষা এবং HSC-উপযোগী বিস্তারিত বিবরণ** রাখা হয়েছে।

৪৪. বাজারে নকল ও ভেজাল ওষুধের ছড়াছড়ি
বাজারে নকল ও ভেজাল ওষুধের ছড়াছড়ি
স্বাস্থ্য প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ১৬ জুলাই ২০২৬ ॥
দেশের বিভিন্ন এলাকায় নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ বিক্রির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় অনুমোদনহীন ওষুধ বাজারজাত করছেন। এতে সাধারণ মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওষুধ মানুষের জীবন রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়ায় এর মান নিয়ন্ত্রণে কোনো ধরনের শিথিলতার সুযোগ নেই।
রাজধানীর কয়েকটি ওষুধের দোকান ও পাইকারি বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানের ওষুধও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো ওষুধের প্যাকেট ও মোড়ক দেখে আসল-নকল বোঝা কঠিন। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ নতুন মোড়কে বাজারজাত করার অভিযোগও রয়েছে।
চিকিৎসকেরা বলছেন, নকল বা নিম্নমানের ওষুধ সেবনে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে রোগীর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে। বিশেষ করে গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে কার্যকর ওষুধের পরিবর্তে নকল ওষুধ ব্যবহার করা হলে জীবনহানির আশঙ্কাও তৈরি হতে পারে।
স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্টরা ওষুধের দোকানে নিয়মিত অভিযান, অনুমোদনহীন ওষুধের উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ওষুধ কেনার সময় নিবন্ধিত ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনা এবং প্যাকেটের নাম, উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় নকল ও ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া জরুরি।

৪৫. সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সচেতনতার বিকল্প নেই
সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে সচেতনতার বিকল্প নেই
প্রযুক্তি প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ২৩ জুলাই ২০২৬ ॥
ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সাইবার অপরাধের ঘটনাও বাড়ছে। সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে প্রতারণা, ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, ভুয়া পরিচয়ে অর্থ আত্মসাৎ, অনলাইন হয়রানি ও বিভিন্ন ধরনের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি ডিজিটাল নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানো জরুরি।

সম্প্রতি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্রতারণার শিকার হতে দেখা যাচ্ছে। কখনো পুরস্কারের কথা বলে, কখনো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আবার কখনো পরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে প্রতারকেরা মানুষের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করছে। এসব তথ্য ব্যবহার করে তারা আর্থিক ক্ষতি করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিচিত কোনো লিংকে প্রবেশ করা, যাচাই ছাড়া কোনো অ্যাপ বা ফাইল ডাউনলোড করা এবং ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড বা যাচাইকরণ কোড অন্যকে দেওয়া বিপজ্জনক। অনেক ব্যবহারকারী এসব বিষয়ে সচেতন না হওয়ায় সহজেই প্রতারকদের ফাঁদে পড়ছেন।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা ডিজিটাল লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন, শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার এবং গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা চালুর পরামর্শ দিয়েছেন। কোনো অনলাইন অফার বা বার্তার সত্যতা যাচাই না করে বিশ্বাস না করারও আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। সাইবার অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি স্কুল-কলেজ পর্যায় থেকেই ডিজিটাল নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা প্রয়োজন।

৪৬. বৃক্ষনিধনে হুমকির মুখে পরিবেশ

বৃক্ষনিধনে হুমকির মুখে পরিবেশ

পরিবেশ প্রতিবেদক ॥ গাজীপুর ॥ ৩০ জুলাই ২০২৬ ॥

অপরিকল্পিতভাবে গাছ কাটার কারণে দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। আবাসিক এলাকা, সড়ক নির্মাণ ও বিভিন্ন স্থাপনা তৈরির জন্য নির্বিচারে গাছ কাটার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে একদিকে সবুজের পরিমাণ কমছে, অন্যদিকে বাড়ছে তাপমাত্রা ও পরিবেশদূষণের ঝুঁকি।

গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়কের পাশে ও বসতবাড়ির আশপাশে পুরোনো গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। কোথাও উন্নয়নকাজের নামে বড় বড় গাছ অপসারণ করা হয়েছে। অনেক জায়গায় একটি গাছ কাটার পর তার পরিবর্তে নতুন গাছ লাগানোর উদ্যোগও দেখা যায়নি।

পরিবেশবিদরা বলছেন, গাছ বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন সরবরাহ করে। পাশাপাশি গাছ মাটির ক্ষয় রোধ, বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিকতা বজায় রাখা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই নির্বিচারে বৃক্ষনিধন পরিবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নকাজে গাছ কাটার পরিবর্তে সম্ভব হলে গাছ রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অপরিহার্য ক্ষেত্রে গাছ কাটলে নির্দিষ্টসংখ্যক নতুন গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন। রাস্তার পাশে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খালি জায়গায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। শুধু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করলেই হবে না, লাগানো গাছের পরিচর্যা ও সংরক্ষণও নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষনিধন বন্ধে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৪৭. নদীপথে নৌযান চলাচলে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি

নদীপথে নৌযান চলাচলে নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চাঁদপুর ॥ ৬ আগস্ট ২০২৬ ॥

দেশের গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগব্যবস্থার একটি অংশ নদীপথ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নৌযানে যাতায়াত করলেও অনেক ক্ষেত্রে নৌপথে পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। অতিরিক্ত যাত্রী বহন, অনিরাপদ নৌযান, লাইফ জ্যাকেটের অভাব এবং বৈরী আবহাওয়ায় নৌযান চলাচল দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

চাঁদপুরের নদীবন্দর এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নৌযাত্রার সময় অনেক যাত্রী নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করেন না। কিছু নৌযানে পর্যাপ্তসংখ্যক লাইফ জ্যাকেট বা উদ্ধার সরঞ্জাম থাকে না। আবার আবহাওয়া খারাপ থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৌযান চলাচল অব্যাহত রাখার অভিযোগ রয়েছে।

নৌযাত্রীদের অনেকেই জানান, দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানোর তাগিদে কখনো কখনো নৌযানে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি যাত্রী ওঠানো হয়। এতে যাত্রীদের স্বাভাবিক চলাচলও কঠিন হয়ে পড়ে। নদীতে ঝড় বা দুর্ঘটনা ঘটলে অতিরিক্ত যাত্রীর কারণে উদ্ধারকাজও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

নৌপরিবহন বিশেষজ্ঞরা প্রতিটি নৌযানের ফিটনেস পরীক্ষা, চালকদের প্রশিক্ষণ, ধারণক্ষমতা অনুযায়ী যাত্রী বহন এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী নৌযান চলাচল নিয়ন্ত্রণ

করতে হবে। নদীপথে নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের নিয়মিত তদারকির পাশাপাশি যাত্রীদেরও নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে হবে।

৪৮. কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশ তরুণ সমাজ

কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশ তরুণ সমাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ॥ ঢাকা ॥ ১৩ আগস্ট ২০২৬ ॥

দেশের বিপুলসংখ্যক তরুণ শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় থাকলেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ছেন। সরকারি ও বেসরকারি চাকরির সীমিত সুযোগের বিপরীতে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন। ফলে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে।

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় অংশ নেওয়া তরুণদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একটি পদের বিপরীতে বিপুলসংখ্যক প্রার্থী আবেদন করছেন। দীর্ঘদিন ধরে চাকরির প্রস্তুতি নিতে গিয়ে অনেক তরুণ আর্থিক ও মানসিক চাপে পড়ছেন। কেউ কেউ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত কাজ না পেয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা গেলে এটি দেশের জন্য বড় সম্পদে পরিণত হতে পারে। শুধু প্রচলিত চাকরির ওপর নির্ভর না করে কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিভিন্ন দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তরুণদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সহজ শর্তে ঋণ, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা দেওয়া গেলে অনেক তরুণ নিজেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবেন। দেশের উন্নয়নে তরুণদের শক্তিকে কাজে লাগাতে হলে শিক্ষা ও শ্রমবাজারের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

NABARUN PUBLICATION